জয়ের কি এখনই রাজনীতিতে আসা উচিত?

তৃতীয় মত

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

জীবনে অনেক 'যুবরাজের' উত্থান ও আকস্মিক নির্মম পতন দেখেছি। ভবিষ্যতে যেন এরকম আর দেখতে না হয় মনে মনে সে প্রার্থনা করি। এই প্রার্থনা কবুল নাও হতে পারে। এই শেষ জীবনেও কোন কোন নতুন যুবরাজের অভ্যুদয় ও পতন দেখে যেতে এবং তাদের ভাঙা হাটের করুণ রাগিনী শুনে যেতে পারি। এরকম 'যুবরাজদের' সবার নয়, কয়েকজনের কথা এই আলোচনায় টেনে আনলে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পাকিস্তান আমলের শেষ দিক থেকেই শুরু করি। ভারতেরও একটি উদাহরণ দেব। দরকার হলে উপমহাদেশের বাইরেরও। ময়মনসিংহের মোনেম খাঁ যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, তখন তার বড় ছেলে বাচ্চু নামে পরিচিত আখতারুজ্জামান বাচ্চুর প্রতাপ সব সীমা অতিক্রম করেছিল। বেসরকারি মহলে তো বটেই, সরকারি মহলেও তার প্রতাপের অন্ত ছিল না। শত্রুরা তাকে সমীহ করত। মিত্ররা খোশামোদ করত। আড়ালে-আবডালে তাকে যত গালিই দেয়া হোক, অনেকের কাছে তার প্রকাশ্য পরিচিতি ছিল প্রিন্স বাচ্চু বা যুবরাজ বাচ্চু। তখনকার আইয়ুবি জমানার বেসিক ডেমোক্র্যাটরা নিজ নিজ জেলা থেকে ঢাকায় এলে এই 'যুবরাজের' মনোরঞ্জনের জন্য পাগল হয়ে উঠতেন। অনেক বাঘা বাঘা সরকারি অফিসারকেও তাই করতে দেখেছি। তখনকার জাঁদরেল সিএসপি অফিসার এবং প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমকে কুর্নিশ করার মতো ভঙ্গি করে এই 'যুবরাজকে' সালাম করতে দেখেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতিতে প্রকাশ্যে গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের আমদানিও এই বাচ্চুর দ্বারা শুরু হয়। পাঁচপাত্তু, খোকার মতো সন্ত্রাসীদের প্রতিপত্তির সূচনা বাচ্চুর আশ্রয়েই। এনএসএফ নামে দুর্বৃত্ত ছাত্র দলটিরও প্রধান পরিকল্পকদের মধ্যে বাচ্চু অন্যতম। যদিও এর বিকাশ ও দুর্বৃত্তপনা তিনি দেখে যেতে পারেননি। একটি দৈনিক পত্রিকাও বাচ্চু প্রকাশ করেছিলেন। নাম 'পয়গাম'। প্রথমে আরমানিটোলায় তার ভগ্নীপতি জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। তারপর ওয়ারিতে একটি হিন্দু বাড়ি সরকারিভাবে রিকুইজিশন করার নামে দখল করে সেখানে 'পয়গামের' অফিস ও প্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ষাটের দশকের গোড়ায় এই যুবরাজ বাচ্চুর ভয়ে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঘে-মোষে এক ঘাটে জল খায়, তখন আকস্মিকভাবে তার সব প্রতাপের অবসান ঘটে। ১৯৬৫ সালের মে মাসে পিআইএ'র কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় ঢাকার অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে তারও শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের কারোরই মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাচ্চুরও নয়।

এবার স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আমলের কথা বলি। বিষয়টি যদিও আমার কাছেও অপ্রিয় প্রসঙ্গ, তথাপি সাংবাদিক সততার খাতিরে না লিখেও পারছি না। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক যেমন তার ভাগ্নে সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার প্রতি স্নেহে অন্ধ ছিলেন, তেমনি অনেকটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন তার ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি সম্পর্কে। অবশ্য মনি বঙ্গবন্ধুর সুদিনে-দুর্দিনে তার রাজনৈতিক অনুসারীও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় বসার পর এই মনিই হয়ে উঠেছিলেন সবার মনে ভীতি উদ্রেককারী মহাপ্রতাপশালী যুব নেতা। যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ইত্যাদি

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

সংগঠন এবং একটি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক বগলদাবা করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মহাপ্রতাপশালী এবং উচ্চাভিলাষী যুব নেতা। তখন তার প্রতাপের শিকার অনেকেই হয়েছেন। আমিও হয়েছি।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মতো ক্যারিসম্যাটিক ও ঐতিহাসিক নেতার বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে যদি কোনদিন নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচিত হয়, তাহলে বাইরের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভেতরের অতি উচ্চাভিলাষীদের নামও অবশ্যই উল্লিখিত হবে। তাজউদ্দিনের সঙ্গে কে বা কারা বঙ্গবন্ধুর ভুল বোঝাবুঝি ঘটিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগের ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল; ঐক্যবদ্ধ ছাত্রলীগে ভাঙন ধরিয়ে রব-সিরাজুল আলমদের পাল্টা ছাত্রলীগ গঠনে এমনকি চরমপন্থী জাসদ গঠনের সুযোগ করে দিয়েছিল, এমনকি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের মধ্যেও শেখ মনি ও শেখ শহীদের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ কেন তৈরি হয়েছিল এবং এই বিরোধ দিন দিন বঙ্গবন্ধুকে কতটা দুর্বল করেছে, সেই ইতিহাস একদিন কেউ না কেউ অবশ্যই লিখবেন। আমি হয়তো চক্ষু লজ্জায় এবং মৃতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লিখব না।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে শেখ ফজলুল হক মনিকে কেউ প্রিন্স বা যুবরাজ আখ্যা দেয়নি। কিন্তু শেখ মুজিবের পর তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী এবং বাংলাদেশের ভাবী নেতা যে শেখ মনিই হবেন এ সম্পর্কে অনেকের মনেই কোন সন্দেহ ছিল না। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারও তাকে সেভাবে সম্মান দেখাতে এবং তাকে সেভাবে মান্য করতে শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের অনেক মন্ত্রীর চেয়ে শেখ মনির দাপট ছিল অনেক বেশি। কিন্তু সেই দাপটেরও একদিন অবসান হল আকস্মিকভাবে। ১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট রাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, শেখ মনিকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

ভারতে প্রিন্স নামে অভিহিত ইন্দিরা গান্ধীর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর পরিণতিও আমরা দেখেছি। ইন্দিরা গান্ধী তাকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ভারতের নেতৃত্বে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রুম করছিলেন। সঞ্জয়ের ঔদ্ধত্য এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, কংগ্রেসের অনেক প্রবীণ নেতা ও মন্ত্রীকে তার সামনে জোড় হাত করে দাঁড়াতে হতো। সঞ্জয় মাঝে মাঝে তার মাকেও ধমকাতেন। ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে জোর করে এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুরুষদের নিবীর্যকরণের যে সরকারি অভিযান পরিচালনা করা হয়, যে অভিযান ইন্দিরা সরকারের জনপ্রিয়তায় প্রথম ধস নামাতে শুরু করে, তার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সঞ্জয় গান্ধী। যুব কংগ্রেসকে হাতের মুঠোয় পুরে তিনি সারা ভারতে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। এই সঞ্জয় গান্ধীরও সব প্রতাপ ও উচ্চাভিলাষের অবসান হয় আকস্মিকভাবে। শখ করে ফ্লাইং ক্লাবের ছোট প্লেন নিয়ে আকাশে উড়তে গিয়েই তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু খবর ছাপতে গিয়ে লন্ডনের একটি ইংরেজি দৈনিক হেডিং দিয়েছিল ইন্ডিয়ার ক্রাউন প্রিন্সের মৃত্যু।

বিদেশের আরও এক ক্রাউন প্রিন্সের পরিণতির কথা লিখে এই প্রসঙ্গটির ইতি টানব। কিউবায় মার্কিন তাঁবেদার স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন জেনারেল বাতিস্তা। (ক্যাস্ট্রোর বিপ্লব তার পতন ঘটায়।) এই বাতিস্তা উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন তার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেকে। তাকে সরকারিভাবে অনুষ্ঠান করে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে উন্নীত করা হয়েছিল। বাতিস্তা হয়তো আশা করেছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল বাঁচবেন এবং রাজত্ব করবেন। তদ্দিনে ছেলেটি বড় হবে এবং সেনাবাহিনীর সহায়তা ও মার্কিন সমর্থনে পরবর্তী শাসক হবে। তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। ফিডেল ক্যাস্ট্রোর কমিউনিস্ট বিপ্লব স্বৈরাচারী বাতিস্তার পতন ঘটায়। তিনি দেশ ছেড়ে পলায়ন করেন। এই পলায়নের পর তার মেজর জেনারেল শিশুপুত্রের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে অনেকের ধারণা, জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যে ক্ষমতায় থাকাকালে শাদ নামে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়ার প্রহসন করেছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তার আটকুড়ো নাম ঘুচানো নয়, বরং দেশের শাসন ব্যবস্থায় নিজের ডায়নেস্টি তৈরি করা। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন এক

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

দশক নয়, আরও দেড় দশক তিনি রাজত্ব করতে পারবেন এবং তার পুত্র নামধারী শাদ ততদিনে ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠার সময় ও সুযোগ পাবে। এই জল্পনাটা কতটা সত্য তা আমি জানি না। এরশাদের এই অতি আহ্লাদের শাদ এখন কোথায়? তিনি নাকি বিদিশার গর্ভে আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

এবার আসল কথায় আসি। সম্প্রতি আমি যখন আমেরিকা ও কানাডায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন আওয়ামী লীগের কিছু শুভানুধ্যায়ী আমার কাছে এসে বলেছেন, আপনি নেত্রীকে (হাসিনাকে) বলুন, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে এখনই দেশে ফিরিয়ে নিতে এবং রাজনীতিতে তার পাশে রাখতে। কারণ, আওয়ামী লীগে এখন নতুন রক্ত, নতুন নেতৃত্ব, নতুন মুখ দরকার। নইলে দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে আওয়ামী লীগের রাজনীতির কোন আবেদন ও আকর্ষণ থাকবে না। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন তার জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। এখন তা বেড়ে হয়েছে তের কোটি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা হয়তো এখন তরুণরাই। এই তরুণদের কাছে আবেদন ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবে জয়ের মতো তরুণ নেতা। ভারতে সোনিয়া গান্ধীর পাশে প্রিয়াংকা আর রাহুল এসে যখন দাঁড়িয়েছেন, তখনই কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও সজীব ওয়াজেদ জয়ের মতো তরুণ মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালে আওয়ামী লীগ আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তারা আরও যুক্তি দেখালেন, বিএনপি'র চরিত্র ও নীতি যত খারাপ হোক, তারা দেশের তরুণ প্রজন্মকে বেশি টানছে। কারণ বিএনপিতে তারেক রহমানের মতো তরুণ নেতৃত্বের অভ্যুদয়। সবাই জানে, এমনকি জোট সরকারের মন্ত্রীরাও, খালেদা জিয়ার পর তারেক রহমানই দলের হাল ধরবেন, এমনকি বিএনপি সরকারেরও প্রধান হবেন। ইতিমধ্যেই দলের নেতৃত্ব তার হাতে এসে গেছে। দলের মহাসচিব হিসেবে মান্নান ভূঁইয়া এখন এত বাকপটুতা সত্ত্বেও জিরো। প্রধানমন্ত্রী ভবনের কাছ থেকে সবার অলক্ষ্যে ক্ষমতা চলে গেছে হাওয়া ভবনে। সুতরাং আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে সজীব ওয়াজেদ জয়কে এখনই রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে।

আওয়ামী লীগের এই শুভানুধ্যায়ী ও হিতৈষীদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি চান, জয় দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের জন্য একজন তারেক রহমান হোন? তার ক্ষমতার দুর্গ হিসেবে একটি হাওয়া ভবন গড়ে তুলুন? দলে তরুণদের আকর্ষণ করার নামে দেশের যত বখাটে সন্ত্রাসীদের এনে নিজের নেতৃত্বে জড়ো করুন? প্রতিটি ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিফটি-সিক্সটি পার্সেন্টের বখরাদারির ব্যবস্থা করুন? তার নামের আগে সবাই যুবরাজ ব্যবহার করুক? তারপর আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে দেশের ভালমন্দ বিচার না করে, মায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সাবেক সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজ তরুণদের এনে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বানাবেন? আমি আপনাদের বলি, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

আওয়ামী লীগের এই হিতৈষীরা আমার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছেন। বলেছেন, আপনি তো বহুদিন দেশে যান না, তাই দেশের বাস্তবতা বুঝতে পারছেন না।

বলেছি, যারা আমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে পেরে ওঠেন না, তারাই এই কথা বলে থাকেন।

তারা বললেন, আপনি যদি এখন ঢাকায় যান, তাহলে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার দেখে বিস্মিত হবেন। সারা ঢাকায় এখন দেয়ালে ইংরেজি ও বাংলা পোস্টার দেখবেন, তাতে লেখা, 'আমাদের ভবিষ্যৎ তারেক রহমান। ঞধৎবয় জধযসধহ ঃ ঋঁঃঁৎব ড়ভ ইধহমষধফবংয.' এই পোস্টার দেশের জনমনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করছে। হাওয়া ভবনের এখন দারুণ প্রতাপ।

তাদের বলেছি, আমি এই পোস্টার দেখিনি। কিন্তু বহু যুবরাজের উত্থান ও নির্মম পতন দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটি লাইন জানেন তো?

'প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে বড়াই
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।'

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

এই যে প্রতাপ দেখছেন, জনগণ ও বিধাতার সঙ্গে তার এখন লড়াই। এই লড়াইয়ে প্রতাপের পতন অবশ্যম্ভাবী। একটু অপেক্ষা করুন।

আওয়ামী লীগের শুভানুধ্যায়ীরা আমার কথায় খুশি হননি। হতাশ ও রুষ্ট মনে বিদায় নিয়েছেন। আমি তাদের খুশি করতে চাইনি এবং পারিনি।

লন্ডনে ফিরে এসে হঠাৎ দু'দিন আগে যুগান্তরের পাতায় দেখি, হাসিনাপুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের একটি সাক্ষাৎকার। আমেরিকা থেকেই টেলিফোনে সে এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছে। জয় বলেছে, তার রাজনীতিতে নামার ইচ্ছে আছে। তবে এখন নয়। এখন সে তার মাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাবে। তবে এখনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামছে না।

তার এই বক্তব্য পাঠ করে মনে মনে তার বিবেচনা শক্তি ও দূরদর্শিতাকে প্রশংসা করেছি। সম্ভবত বিদেশে থেকে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বড় হওয়ায় ক্ষমতার লোভ, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ এবং এই বয়সেই মধ্যযুগীয় 'যুবরাজ' সাজার ইচ্ছা তার মনে জন্মায়নি। বরং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করার যে আদর্শ ও উদাহরণ বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার নাতি সজীব ওয়াজেদ জয়ও সেই পথে এগুতে চায়। সজীবের রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি ও সন্ত্রাসের রাজনীতিকে নয়, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে একদিন সজীব করবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

শেখ হাসিনাকেও আমি সাধুবাদ দেই। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি ছেলে জয়কে যুবরাজ হতে দেননি। নিজস্ব হাওয়া ভবন গড়তে দেননি। দলে তরুণ রক্ত সঞ্চালনের নামে ছেলেকে সন্ত্রাসী তরুণদের নেতা হতে দেননি। অবৈধ পথে বিজনেস টাইকুন হতে দেননি। বরং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূরে বিদেশে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও আবহাওয়ার মধ্যে বড় হতে দিয়ে নানা দুর্নাম সহ্য করেছেন। কিন্তু অর্ধশিক্ষিত এবং অর্থ ও ক্ষমতা লোলুপ যুবরাজের মা হতে চাননি। হাসিনাকে আমার প্রাণঢালা আশীর্বাদ।

সজীব ওয়াজেদ জয় যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তাকে আসতেই হবে। তবে এখনই নয়। এই ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তটি সঠিক। আর দলের মাথায় একটি অপটু, অদক্ষ তরুণ নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়ে দলে নতুন ও তরুণ রক্তের সঞ্চালন করা যায় না। এই রক্তের সঞ্চালন শুরু করতে হয় দলের তৃণমূল থেকে। হাসিনার জন্য এখন প্রয়োজন পঞ্চাশের দশকের ভারতীয় কংগ্রেসের মতো একটি কামরাজ পরিকল্পনা। পুত্রকে এনে দলের ভাবী নেতা বানানোর পরিকল্পনা নয়। সে পরিকল্পনা তো ভারতের ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন, তার পরিণতি কী হল?

জয় হয়তো একদিন নিজের যোগ্যতাতেই তরুণ নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে। মায়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে সেই নেতৃত্ব গ্রহণ তার দরকার হবে না। আওয়ামী লীগে অবশ্যই তরুণ রক্তের সঞ্চালন আবশ্যক, দরকার তরুণ প্রজন্মের উপযোগী আওয়ামী লীগের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন কর্মসূচি, নতুন গণসংযোগ পরিকল্পনা। সেটা কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা দরকার। সেই আলোচনাটি আলাদাভাবেই করব এবং যুগান্তরেই, সেই প্রতিশ্রুতি আগেভাগেই দিয়ে রাখছি।

লন্ডন ॥ ৭ নভেম্বর রোববার ॥ ২০০৪ ॥

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com